আশ্চর্য পুরুষ

সুমিত্রা ঘোষ

পরিবেশক

পুনশ্চ

কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

আশ্চর্য পুরুষ	...	৯
প্রতীক্ষার শেষে	...	১৮
ভয়-নির্ভয়	...	৩৬
উচ্ছেদ	...	৪৫
পরকীয়া	...	৫৩
ভাসির খেত	...	৭০
অন্ত্যেষ্টি	...	৭৭
মরিসন সাহেবের অসমাপ্ত ছবি	...	৮৫
ভালোবাসা	...	৯৮
জীবন দর্শন	...	১০৯
সেই হতচ্ছাড়াটা	...	১১৮
বেনা বনে	...	১৩০
ঘটনার নেপথ্যে	...	১৩৯
চিলেকোঠার সিঁড়ি	...	১৪৬

আশ্চর্য পুরুষ

বদলি নিয়ে কলকাতা থেকে অনেকদূরের এই ছোটো শহরটাতে এসে বিদুষী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভাগ্যিস চাকরিটা সরকারি। তাই পালাতে পেরেছে বদলি নিয়ে। বিভাসের ভয়ে রক্তশূন্য সাদা হয়ে যাওয়া মুখটা দেখার পর, মার খাওয়া কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবার পর বিদুষী প্রথম বাস্তব সমস্যাটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। নিজের মুখোমুখি হবার সাহসটুকুও ওর ছিল না তখন। কিন্তু পালিয়ে এসেও কি পালাতে পেরেছে? তুমি যেখানেই পালাও মন তো তোমার সঙ্গেই যাবে। নিজের কাছ থেকে নিজেকে পালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। ও যে মরতেও পারেনি।

বিভাস! বিদুষীর আঠারো বছর বয়সের প্রেম। ওর প্রাণভোমরা। অবিশ্বাস্য ধৈর্যের পরীক্ষায় পাশ করতে করতে ওদের দুজনের ওপর দিয়ে দশটা বছর গড়িয়ে গিয়েছিল। আঠারোর বিদুষী আঠাশে আর বাইশের বিভাস বত্রিশে পৌঁছেছিল। তারপরই...

—'মাসি! ও মাসি!' —বিদুষীর ভাবনার জালটা ছিঁড়ে যায় টুকটুকির ডাকে। এ বাড়ির মালিক মণিময় ঘোষের চার বছরের নাতনি টুকটুকি। বিদুষী এ বাড়ির পেয়িং গেস্ট। ও ঘরে থাকলে ওপর থেকে নীচে আর নীচে থেকে ওপর করে টুকটুকির আসাযাওয়া অবিরত চলতে থাকে। এতবড়ো এই দোতলা বাড়িটাতে মাত্র সোওয়া তিনজন লোক থাকে। মণিময়বাবু, মাসিমা করুণা, দিনরাতের কাজের লোক সন্ধ্যাদি আর টুকটুকি। মাতৃহারা এই নাতনি দেড় বছর বয়সে মাকে হারিয়ে দাদু-ঠাকুমার কাছে মানুষ হচ্ছে। ছেলে আর বিয়ে করতে রাজি নয় নাকি কিছুতেই।

টুকটুকি হাতে ড্রয়িং বই আর এক বাক্সো নতুন ক্রেয়ন পেনসিল নিয়ে ঢুকল। —'এই নাও ধরো। দাদু একটু আগে কিনে এনেছে! আমি এখন ছবি রং করব। তুমিও একটা করবে। ঠিক আছে?' বিদুষী এ বাড়িতে আসার পর থেকে ওই এখন টুকটুকির প্রিয় বন্ধু কারণ টুকটুকির কখনও বন্ধ না হওয়া মুখের অবিরাম করা প্রশ্নের জবাব ও ধৈর্য ধরে দিয়ে যেতে পারে। লুডো খেলতে বসলে ওর ঘুঁটিটা সাপের মুখেই পড়ে। জানা গল্পের স্টক শেষ হয়ে গিয়ে বানানো গল্প শোনাতে পারে। মাসির খাটে পরিষ্কার বিছানাটাতে যত ইচ্ছে সাঁতার কাটলেও মাসি বকে

না, স্কুলের হোমওয়ার্ক, কারসিভ রাইটিংগুলো মাসি হাত ধরে করিয়ে দেয়—অতএব....! মাসিমা সংকুচিত হন কিন্তু বিদুষীর মনে হয় ওর স্বেচ্ছানির্বাসনে টুকটুকি যেন ঈশ্বর প্রেরিত এক এন্‌জেল যার এখনও সংসারের বোধোদয় হয়নি।

—'জানো মাসি, আমি যখন বড়ো হয়ে যাব তোমার মতো তখন বাপির কাছে চলে যাব দেরাদুন। ঠাকুমা বলেছে।'

—'সে কী? দাদু-ঠাকুমার যে টুকটুকিকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবে?'

—'ন...আ।' —টুকটুকি লম্বা না জানিয়ে বলে—'আমি তো দাদু-ঠাকুমাকে, সন্ধ্যা পিসিকে, তোমাকে সবাইকেই নিয়ে যাব।'

—'ও বাবা! তাহলে এ বাড়িটার কী হবে?'

—'ও একা একা থাকবে। আমার বাপিও তো একা একা থাকে। তাই আমরা 'স-বা-ই চলে যাব। কেমন? এই দ্যাখো, গ্রিন রংটা দিয়েছি গোলাপটাকে। আর পাতাগুলো সব পারপল।' —টুকটুকি এখন কালার শিখছে।

বিদুষী এ বাড়িতে আসার পর সন্ধ্যাদি নীচে খাবার এনে দিত। টুকটুকির সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে যাওয়ার পর ওর ঘ্যানঘ্যানে বায়নার কাছে সারেন্ডার করে ওপরে খেতে যেতে হয় এখন। বিকেলে অফিস থেকে ফিরলে অবশ্য চা-টাগুলো সন্ধ্যাদি এখনও নীচেই এনে দেয়। প্রথম প্রথম ওপরে খেতে অস্বস্তি হত কিন্তু পরে বুঝেছিল ওর নির্বাসিত একাকীত্বে মাসিমা-মেসোমশাই খাবারের সঙ্গে একটা পরিবারের স্পর্শও দেন। বিদুষীর জীবনে উঁকি মারার ফুটো খোঁজেন না, নিজেদের সুখ-দুঃখ ভাগ করতে পেরে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকেন যেন।

একদিন অফিস থেকে ফিরেই শুনল টুকটুকির খুব জ্বর। সঙ্গে সঙ্গে ওপরে এসে দেখে মাসিমা ঠান্ডা জলে মাথা ধোওয়াচ্ছেন ওর। মাসিমা বললেন—'বাড়ির ডাক্তার বলছেন রাত্রে চেম্বার শেষ করে তবে আসবেন। এদিকে মেয়ের তো জ্বর বাড়ছে!'

বিদুষীই মুশকিল আসান করে। বলে— 'মেসোমশাই চলুন ওকে মুড়িসুড়ি দিয়ে রিকশা করে ডাক্তারের চেম্বারে নিয়ে চলে যাই। ওষুধটা অন্তত পড়ুক তাড়াতাড়ি। রাত অব্দি অপেক্ষা করার দরকার কী?'

মাসিমা যেন হাতে স্বর্গ পান—'তাই যাও না মা। আজকাল কী থেকে কী হয়ে যায়, আমার ভয় করে।'

পরপর তিনদিন বিদুষীর অফিস কামাই হল। বুড়ো মানুষ দুজনকে ফেলে রেখে সারাদিনের জন্য চলে যেতে পারল না ও। দিনরাত এক করে টুকটুকির পাশে বসে কাটিয়ে দিল। গা স্পঞ্জ করানো, ছ'ঘন্টা পরপর অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজ খাওয়ানো, জ্বরের চার্ট লেখা—সব দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে প্রবল জ্বরে বেহুঁশ মেয়েটাকে

আগলে রাখল। চারদিনের দিন মেয়ে চোখ খুলে তাকাল। জ্বর কমেছে। মাসিমা চোখের জলে ভেসে ওকে বললেন—'তুমি না থাকলে কী যে হত জানি না মা! এই বয়সে কি আর শিশুর সেবা করা যায় রাতে জেগে বলো?'

সুস্থ হতেই টুকটুকির আবার বকম বকম, ওপর-নীচ করা সব শুরু হয়ে গেছে আগের মতো। কীবা করবে? স্কুলে ছাড়া আর সঙ্গীসাথি পায় না। পার্কে নিয়ে যাবারও কেউ নেই তাই বিদুষীর ফেরার অপেক্ষায় বসে থাকে। দাদু-ঠাকুমা, সন্ধ্যাপিসির সঙ্গ এখন আর ভালো লাগে না। বিদুষীর জীবনও এই ছকের ভেতরে আটকে পড়েছে। অফিস, বাড়ি, টুকটুকির সঙ্গ আর নিজের ভাবনার জগতে অলস পদচারণা। ওর আর এগোনো- পেছোনোর পথ নেই। সেদিন অফিস থেকে ফিরে গেটের সামনে থেকেই দেখে এক ভদ্রলোক দু'দিকে ব্যালান্স দেওয়া দু-চাকার একটা ছোটো বাইসাইকেলে টুকটুকিকে চাপিয়ে সামনের সবুজ ফালি জায়গাটাতে সাইকেল চড়া শেখাচ্ছেন। বুঝতে অসুবিধা হল না উনিই সৌমেন্দু—টুকটুকির বাবা। আজই দেরাদুন থেকে আসার কথা ছিল ওঁর। বিদুষীকে দেখেই টুকটুকি চ্যাঁচাতে শুরু করে দেয়—'মাসি এসে গেছে, মাসি এসে গেছে!—মাসি দ্যাখো, বাপি আমার জন্য সাইকেল নিয়ে এসেছে! বাপি তুমি মাসিকেও শিখিয়ে দাও না তা হলে মাসি আমার সাইকেলটা চালিয়ে অফিসে যেতে পারবে!'

বিদুষী ততক্ষণে ওদের সামনে পৌঁছে গেছে। টুকটুকি সাইকেল থেকে নেমে ওর হাত ধরে টানতে শুরু করে—'এসো না মাসি, বাপি এক্ষুনি তোমাকে শিখিয়ে দেবে।'

সৌমেন্দু আর বিদুষী দুজনেই হেসে ফেলে। সৌমেন্দু বলে—'মাসি তো বড়ো। বড়োদের জন্য বড়ো সাইকেল চাই যে! এত ছোটো সাইকেলে বড়োরা বসতেই পারবে না তো!'

—বিদুষীর দিকে তাকিয়ে সৌমেন্দু বলে 'এসে থেকে মা-বাবা আর মেয়ের মুখে শুধু মাসির কথাই শুনে যাচ্ছি। আমি সৌমেন্দু ঘোষ। ওর বাবা সে তো বুঝে ফেলেছেন।'

—'আমি তো জানতাম আজ আপনি আসবেন। মাসিমা বলেছিলেন। ও আসলে সঙ্গী পায় না তো। তাই আমি ওর অসমবয়সি বন্ধু!' —হেসে বলে বিদুষী। টুকটুকি এবার ওর বাবার হাত ধরে টানে—'এসো না বাপি, আমাকে শেখাবে চলো।'

—'হ্যাঁ, আপনি ওকে সঙ্গ দিন। আপনাকে বেশি পায় না তো! আমিও ঘরে যাই।' বলে আর দাঁড়ায় না বিদুষী।

স্নান করে বারান্দায় চেয়ারে বসে ভাবছিল বিদুষী। আজ থেকে ও আর ওপরে

খেতে যাবে না। ওদের ছেলে বাড়ি এসেছে, নিজেদের ব্যক্তিগত কথা লোকে খাবার টেবিলেই বেশি বলে। ওর উপস্থিতি সেখানে শোভা পায় না। সন্ধ্যাদি চা নিয়ে এলে বলে দেবে।

একটু পরেই সন্ধ্যাদি চা আর খাবার নিয়ে এল। বিদুষী বলে—'সন্ধ্যাদি তুমি রাতের খাবারটা নীচে দিয়ে যাবে? এই ক-টা দিন নীচেই দিয়ো কেমন?'

—'ঠিক আছে। মাকে বলছি গিয়ে।'

একটু পরেই হুড়মুড় করে ঝড়ের মতো টুকটুকি এসে ঢোকে। পেছনে সৌমেন্দু।

—'মাসি শোনো, ঠাকুমা বলেছে তুমি ওপরে খেতে না গেলে আমরা সবাই নীচে খেতে আসব। এখন তাড়াতাড়ি বলো তুমি ওপরে আসবে কিনা। ঠাকুমাকে গিয়ে এক্ষুনি বলতে হবে যে!'

—সৌমেন্দু বলে—'হ্যাঁ মিস মিত্র মা ঠিক এ কথাই বলেছে।'

বিদুষীর আর উপায় থাকে না। আমতা আমতা করে বলে—'না- মানে— আমি ভেবেছিলাম— আচ্ছা ঠিক আছে। ওপরেই যাব খেতে।' —টুকটুকি সঙ্গে সঙ্গে ছুট লাগায়—'ঠাকুমাকে বলে দিই গিয়ে।'

—সৌমেন্দু অন্য চেয়ারটাতে বসে পড়ে বলে—'মার কাছে শুনলাম আপনি অফিস ছাড়া অন্য কোথাও যান না। বন্ধুটন্ধুও নেই এখানে। তাই ভাবলাম একটু আড্ডা মারা যাক। আপত্তি নেই তো?'

—'আরে না-না। বসুন না! কথা বলতে কার না ভালো লাগে? —কতদিনের ছুটি আপনার?'

—'পনেরো দিনের। যাওয়া-আসা বাদ দিয়ে। বাবা-মা আর মেয়েটার টানে আসতে হয়। এত করে বলি তোমরা দেরাদুনে চলে এসো—কিছুতেই শুনবে না বাবা। এই বয়সে ওদের কি একা থাকা উচিত বলুন?'

—'এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমিও একমত। ওঁরা খুব অসহায় বোধ করেন কোনও সমস্যা এলে।'

সেদিন গল্প করতে করতে রাত বেড়েছিল। ও.এন.জি.সি. বম্বেহাইতে নিজের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শুরু হয়ে হরিদ্বার, কনখল, মুসৌরির অনেক গল্প করেছিল সৌমেন্দু। আর অনেক-অনেকদিন পর বিদুষীও খোলসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আগের মতো আড্ডা মেরেছিল। এই বয়সে বউ মরে গেছে একটা বাচ্চা রেখে তবু লোকটা হাসতে পারে—হাসাতে পারে। রিক্ততার ডালি সাজিয়ে দুঃখবিলাস করে না। তা হলে বিদুষী কেন পারছে না বিভাসকে ভুলতে। সেদিন সন্ধ্যাদি খেতে, যাবার জন্য ডাকতে এলে ওদের আড্ডা ভেঙেছিল।

'মাসি চলো। তাড়াতাড়ি সাজুগুজু করো।'—টুকটুকির গম্ভীর নির্দেশ।

সবে অফিস থেকে ফিরেছে, স্নানটান কিছু হয়নি। তা ছাড়া ওদের সঙ্গে যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওর। তাই বলল—'এখন নয় টুকটুকি। অন্য একদিন তোমাতে আমাতে যাব—কেমন?'

—'না। এক্ষুনি চলো।'—জেদে অটল হয়ে বসে মেয়েটা। সৌমেন্দু নিচে নেমে এসে শুনছে সবই বারান্দা থেকে। পর্দা সরিয়ে মেয়েকে কড়া ধমক লাগায় ও! ব্যাস। অভিমানী মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল ওপরে। ও যাবে না দোকানে। ওর কিচ্ছু চাই না। মহা বিপদে পড়ে অফিসের জামাকাপড়েই টুকটুকিকে কোলে নিয়ে সৌমেন্দুর সঙ্গে একই রিকশায় চেপে বসতে হল ওকে।

টুকটুকি এখন বিকেলে রোজ পার্কে যেতে পারে। বেশ দূরের পার্কটাতে ব্যালান্স সাইকেলটা চালিয়ে যায় ও। ওর বাবা পাশে হাঁটতে হাঁটতে যায়। দেখে বিদুষী ভাবে—মাত্র ক-টা দিনের জন্য এই আনন্দের আয়োজন। সৌমেন্দু চলে গেলেই টুকটুকি আবার বাড়িবন্দি হয়ে যাবে।—রোববার দিন বিকেলে বায়না ধরল টুকটুকি,

—'মাসি আজ তুমি যাবে তো পার্কে?

সে জন্যই তো তৈরি হয়ে আছি। তোমার পার্কের বন্ধুদের সঙ্গে ভাব করতে হবে তো!'

—'কী মজা! কী মজা! আজ মাসিও যাবে!'—হাততালি দিয়ে এক পাক নেচে নেয় টুকটুকি।

পার্কে ঘাসের ওপর বসে ওরা গল্প করে আর টুকটুকি খেলা করে। সৌমেন্দু মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে,—'জানেন, জয়া মানে আমার স্ত্রী যখন চলে গেল তখন মনে হয়েছিল দেড়বছরের মেয়েটার আর আমার দুজনের জীবনই থেমে গেল। জয়াকে ছাড়াই বেঁচে থাকতে হবে একথা তখন ভাবতেও পারতাম না। তবু দেখুন আমি বেঁচে আছি, টুকটুকি বেঁচে আছে—এমন আরও কত লোক বেঁচে থাকে। সবকিছুই একটা অভ্যাস, এমনকী বেঁচে থাকার চেষ্টাটাও অভ্যাস।'

—'আবার বিয়ে করলেন না কেন?'

—'ভয় হয় যদি তাকে ভালোবাসতে না পারি? আর সে যদি মেয়েটাকে অনাদর করে? —দেখুন অতীতকে আঁকড়ে ধরে বাঁচা যায় না। জয়া নেই, আর আসবে না এটা মেনে নিয়েই বেঁচে আছি। কিন্তু অন্য কেউ এলে তাকে কতটা ভালোবাসা দিতে পারব জানি না। শুধু নিজের স্বার্থের কথা ভেবে পরে কোনও তিক্ততা হোক সেটাও চাই না। তার চেয়ে এই বেশ আছি।' —এরপর দুজনই চুপ হয়ে যায়। মাঠে খেলতে থাকা বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

—'মিস মিত্র!'